গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৩ জুন ২০২৬

তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রগতি স্কিমে অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ৩ জুন ২০২৬ — তফসিলি ব্যাংকসমূহের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের “প্রগতি স্কিম” এ অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আজ সকাল ১০:০০ টায় অর্থ ভবনের মাল্টিপারপাস হল রুমে (ভবন-১১, লিফট-১৮, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মিজ নাজমা মোবারেক, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং সকল তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার মূল আলোচ্য বিষয়ঃ

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোঃ সুরাতুজ্জামান। তিনি সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বর্তমান অগ্রগতি, প্রগতি স্কিমের বৈশিষ্ট্য এবং বেসরকারি খাতের কর্মীদের জন্য এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে কর্মরত প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ নিবন্ধিত শ্রমিক-কর্মীর বড় অংশই অবসর-পরবর্তী কোনো আর্থিক নিরাপত্তার আওতায় নেই। সরকারি চাকরিজীবীরা সরকারি পেনশনের আওতায় থাকলেও বেসরকারি খাতে এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত। এই শূন্যতা পূরণে ২০২৩ সালে চালু হওয়া সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার অধীনে বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য **'প্রগতি স্কিম'** একটি কার্যকর ও টেকসই সমাধান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একই সাথে স্কিমকে আরও আকর্ষণীয় করতে শরিয়াহভিত্তিক পেনশন স্কিম চালু, নমিনিদের জন্য আজীবন পেনশন সুবিধা বিবেচনা এবং প্রগতি স্কিমে আউটসোর্সিং কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে দেশের বৃহৎ বেসরকারি খাতে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে সুসংগঠিত অবসর সুবিধা দিতেই সর্বজনীন পেনশন স্কিম একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের **নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬-এর** দ্বিতীয় অধ্যায়ের **“বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন” শীর্ষক অংশের “পেনশন ফান্ড গঠন”** বিষয়ে বেসরকারি খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বার্ধক্যের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি পেনশন ফান্ড গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।

সভায় প্রগতি স্কিমের মূল বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হয়ঃ

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মীদের জন্য বিশেষভাবে প্রণীত
- প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ দিলে চাঁদার ৫০ শতাংশ কর্মী এবং বাকি ৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে
- মাসিক চাঁদার পরিমাণ: ১,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা
- অবসরের পর আজীবন মাসিক পেনশন সুবিধা
- মাসিক চাঁদায় আয়কর রেয়াত এবং প্রাপ্ত পেনশন আয়করমুক্ত
- পেনশনারদের ৬০ বছর পূর্তির পর কর্পাসের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ এককালীন গ্র্যাচুইটি হিসেবে প্রদান করা হবে
- রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত বিনিয়োগ

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সামগ্রিক অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ

৩০ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চারটি স্কিমে মোট ৩,৭৭,৯৩০ জন নিবন্ধিত হছেন এবং মোট জমার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬০ কোটি টাকার কাছাকাছি। এ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৮৬ কোটি টাকা।

সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ৪৮টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং ২৪টি ব্যাংক সক্রিয়ভাবে পেনশন স্কিমের চাঁদা গ্রহণ ও প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পরবর্তী পদক্ষেপঃ

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সকল তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রগতি স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ৪ কোটি পরিবারের প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজন সদস্যকে যেকোনো একটি স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে, সেটা বাস্তবায়নে ব্যাংকারা ভুমিকা রাখবে।

সভার সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন সচিব মিজ নাজমা মোবারেক। বক্তব্যে সভাপতি সকল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগনকে নির্দেশনা প্রদান করে বলেন যে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমের গ্রাহক বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য সমঝোতা স্মারক আলোকে সকল শাখাতে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আলাদা ডেস্ক স্থাপন ও ব্যানার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা, সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়টিকে ব্যাংকের নিজস্ব প্রচারণার অংশ হিসেবে ব্যাংকের মার্কেটিং এ নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীকে সম্পৃক্ত করা এবং বেসরকারী ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের প্রগতি স্কিমের আওতাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা। সভা সঞ্চালনা করেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহকারী মহাব্যবস্থাপক আয়েশা হক।